"সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা ২০২৩"

ভূমিকাঃ

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভুত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা আবশ্যক। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ এবং দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মামলা দায়েরসহ বিচারাধীন মামলাসমূহের যথাযথ পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আইনগত মতামতসহ সেতু বিভাগ ও সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি তথা সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সমন্বয়ে ইতঃপূর্বে "সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত নীতিমালার আওতায় নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবীদের মেয়াদ নভেম্বর ২০২২-এ উত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের জন্য একটি এবং জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহের জন্য একটিসহ মোট ২ (দুই) টি আইনজীবীর প্যানেল গঠন, নিয়োগ পদ্ধতি এবং তাদের প্রদত্ত আইনগত সেবার বিপরীতে ফি/সম্মানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় পুনঃনির্ধারণপূর্বক একটি নতুন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

১। **শিরোনামঃ**

এই নির্দেশিকা "সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নির্দেশিকা ২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

সংজ্ঞাঃ

(১) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

(২) **"বিভাগ"** অর্থ সেতু বিভাগ;

(৩) **"নির্বাহী পরিচালক"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

(৪) **"আইন শাখা"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আইন শাখা।

২। **প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রণয়নঃ**

ক) বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহে মামলা পরিচালনার জন্য একটি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য অপর একটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

খ) সুপ্রীম কোর্টের জন্য প্রস্তুতকৃত প্যানেল আইনজীবী তালিকায় মামলার সংখ্যানুপাতে সর্বনিম্ন ২ (দুই) জন হতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন এবং অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজাদারী আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহের জন্য প্রস্তুতকৃত প্যানেল আইনজীবী তালিকায় মামলার সংখ্যা বিবেচনায় সর্বনিম্ন ১০ (দশ) জন হতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) জন আইনজীবী তালিকাভুক্ত করতে হবে। তবে মামলার সংখ্যানুপাতে আইনজীবীর সংখ্যা পরিবর্তনযোগ্য।

৩। প্যানেল আইনজীবীর যোগ্যতাঃ

(১) সুপ্রীম কোর্টের প্যানেল আইনজীবী তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য একজন আইনজীবীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ অর্জনসহ সুপ্রীম কোর্টে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অধিক সময় ধরে সক্রিয়ভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতার সনদ আবশ্যক।

(২) অধঃস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহে প্যানেল আইনজীবী তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য একজন আইনজীবীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ অর্জনসহ সংশ্লিষ্ট বারে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অধিক সময় ধরে সক্রিয়ভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

৪। প্যানেল আইনজীবীর তালিকাভুক্তিঃ

(১) নির্বাহী পরিচালক-এর নির্দেশনা এবং অনুমোদনক্রমে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটি যথাযথ বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহে মামলা পরিচালনার জন্য একটি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে অপর একটি অর্থাৎ পৃথক দুইটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রস্তুত করবে।

(২) ইতঃপূর্বে কোন আইনজীবী বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকলে মামলাসমূহে তার পূর্ববর্তী কাজের দক্ষতা ও মান বিবেচনাপূর্বক যোগ্যতা অনুযায়ী প্রযোজ্য প্যানেল আইনজীবীর তালিকায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৫। প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার পদ্ধতি ও মেয়াদঃ

(১) আইন শাখার রিকুইজিশন/প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে নতুন প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এক্ষেত্রে যোগ্য প্যানেল আইনজীবী যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে নির্বাহী পরিচালক কমপক্ষে ৬ (ছয়) সদস্যের একটি বাছাই কমিটি গঠন করবেন; যা নিম্নরূপঃ

(১) পরিচালক (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
(২) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
(৩) অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	সদস্য
(৪) অতিরিক্ত পরিচালক (সেইফগার্ড)	সদস্য
(৫) উপপরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
(৬) উপপরিচালক (সেইফগার্ড)	সদস্য সচিব

(২) বাছাই কমিটির সদস্যগণ এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতঃ অত্র নীতিমালার ৩, ৪ ও ৫ নম্বর দফায় বর্ণিত শর্তাবলী/যোগ্যতার আলোকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্যানেল আইনজীবীর নাম সুপারিশ করবেন। উক্ত সুপারিশের আলোকে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইন শাখা প্যানেল আইনজীবী হিসেবে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করবেন।

(৩) প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মেয়াদ হবে নিয়োগপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ২ (দুই) বছর। তবে শর্ত থাকে যে কোন পক্ষ ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে এই নিয়োগ রহিত/বাতিল করতে পারবে।

(৪) উক্ত নিয়োগের মেয়াদান্তে পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক আইনজীবীর বিগত বছরসমূহের কর্মদক্ষতা বিবেচনা করা হবে।

৬। প্যানেল আইনজীবীর প্রাপ্য ফি এর হারঃ

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ এবং দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলা পরিচালনা এবং বিভিন্ন আইনগত মতামত প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীদের সম্মানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো।

(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মামলা পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীগণ নিম্নবর্ণিতভাবে পুনঃনির্ধারিত সম্মানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রাপ্য হবেনঃ

ক. আপিল বিভাগঃ

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্য ফি-এর পরিমাণ
১	ক) আপিলের অনুমতি বা লিভ টু আপিল প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
	খ) আপিলের অনুমতি বা লিভ টু আপিল এর শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
২	ক) দেওয়ানী আপিলের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৮,৫০০/-
	খ) দেওয়ানী আপিলের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) পেপারবুক প্রস্তুতসহ আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
৩	জরুরী দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ সাকুল্যে	সর্বোচ্চ ৬,০০০/-
৪	মামলার গুণাগুণ বা অন্যান্য বিষয়ে আইনগত মতামত (Legal Opinion) প্রদান	সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-
৫	কেভিয়েট ফাইল (Caveat File)	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
৬	এ্যাডভোকেট অন রেকর্ড ফি	সর্বোচ্চ ৮,০০০/-
৭	রায়/আদেশ/পিটিশন ইত্যাদির জাবেদা নকল উত্তোলন (প্রকৃত খরচসহ)	প্রকৃত খরচ
৮	কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	সরকারি ফি (রেজিস্টার অফিস)	প্রকৃত খরচ
৯	জুনিয়র ফি বাবদ সাকুল্যে (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
১০	ক্লার্ক ফি বাবদ সাকুল্যে (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-

খ. হাইকোর্ট বিভাগঃ

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্য ফি-এর পরিমাণ
১	ক) দেওয়ানী রিভিশনের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
	খ) দেওয়ানী রিভিশনের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	খ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ

	গ) Motion শুনানী (Rule/Stay)	সর্বোচ্চ ৬,০০০/-
	ঘ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	ঙ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
২	ক) দেওয়ানী রিভিশনের বিবিধ দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-
	খ) দেওয়ানী রিভিশনের বিবিধ দরখাস্তের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	ঘ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	ঙ) পেপারবুক	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	চ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
৩	ক) দেওয়ানী আপিলের দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের বাবদ	সর্বোচ্চ ৮,৫০০/-
	খ) দেওয়ানী আপিলের দরখাস্তের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	ঘ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	ঙ) পেপারবুক	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	চ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
৪	ক) দেওয়ানী আপিলের বিবিধ দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-
	খ) দেওয়ানী আপিলের বিবিধ দরখাস্তের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	ঘ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	ঙ) পেপারবুক	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	চ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
৫	ক) রীট পিটিশন এর মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৮,৫০০/-
	খ) রীট পিটিশন এর শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) Motion দরখাস্তের মুসাবিধা প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৫,০০০/-
	ঘ) বিবিধ দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	ঙ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	চ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	ছ) পেপারবুক	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	জ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
৬	মামলার গুণাগুণ বা অন্যান্য বিষয়ে আইনগত মতামত (Legal Opinion) প্রদান	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
৭	রায়/আদেশ/পিটিশন ইত্যাদির জাবেদা নকল উত্তোলন (প্রকৃত খরচসহ)	প্রকৃত খরচ

৮	জুনিয়র ফি বাবদ সাকুল্য (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ৬,০০০/-
৯	ক্লার্ক ফি বাবদ সাকুল্য (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
১০	ক) ফৌজদারী আপিলের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
	খ) ফৌজদারী আপিলের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	গ) ফৌজদারী আপিলের Admission Hearing (Apeal admission/ Ad-interim order) সহ বিবিধ দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৫,০০০/-
	ঘ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	ঙ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	চ) পেপারবুক	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	ছ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
১১	ক) ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-
	খ) ফৌজদারী রিভিশন শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
	গ) কোর্ট ফি	প্রকৃত খরচ
	ঘ) Requisite জমা	প্রকৃত খরচ
	ঙ) পেপারবুক	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	চ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-

(২) দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলা পরিচালনা এবং বিভিন্ন আইনগত মতামত প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীগণ নিম্ন বর্ণিত পুনঃনির্ধারিত হারে ফি প্রাপ্য হবেনঃ

ক) জেলা জজ আদালত/ট্রাইব্যুনাল /অন্যান্য অধঃস্তন আদালত দেওয়ানী মামলায়ঃ

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফি-এর পরিমাণ
১	ক) আরজি ও আপিল স্মারক প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৫,০০০/-
	খ) কোর্ট ফি (প্রকৃত ও এ্যাডভেলোরেম)	সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত ফি
	গ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
২	ক) লিখিত জবাবের মুসাবিদা প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৫,০০০/-
	খ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
৩	ছানি মামলার দরখাস্ত বা আপত্তি প্রস্তুত শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
৪	অন্তর্বর্তী (Interlocatory) দরখাস্ত বা এতদসংক্রান্ত আপত্তি প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-

৫	ক) সাধারণ দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৬০০/-
	খ) সময়ের দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
	গ) হাজিরা দাখিল বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
	ঘ) জরুরী দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী (সময়ের দরখাস্ত ব্যতিরেকে) বাবদ	সর্বোচ্চ ৮০০/-
৬	চূড়ান্ত শুনানী (সাক্ষ্য গ্রহণ) প্রতিদিনের জন্য	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৭	যুক্তিতর্ক শুনানী (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
৮	সোলেনামা দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৯	ডিক্রি জারী মামলা প্রস্তুত ও নিষ্পত্তি বাবদ	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
১০	রায়/আদেশ/আরজি/জবাব/রিপোর্ট ইত্যাদির জাবেদা নকল উত্তোলন (প্রকৃত খরচসহ)	আইনশাখা কর্তৃক নির্ধারিত
১১	আইনজীবী সহকারীর ফি বাবদ (১টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য)	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
১২	লিগ্যাল নোটিশ প্রস্তুত ও প্রেরণ (পোস্টাল খরচসহ) সাকুল্যে	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-

ফৌজদারী মামলায়ঃ

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফি-এর পরিমাণ
১	এফ. আই. আর বা জিডি প্রস্তুত বাবদ	সর্বোচ্চ ১,৮০০/-
২	ক) আরজি মুসাবিদা ও আপিল স্মারক প্রস্তুত এবং শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	খ) আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
৩	রিভিশন দরখাস্ত প্রস্তুত ও এ্যাডমিশন শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
৪	রিভিশন দরখাস্ত চূড়ান্ত শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৫	নারাজি দরখাস্ত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৬	অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৫০০/-
৭	জামিনের দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৮	জামিননামা প্রস্তুত ও দাখিল বাবদ	সর্বোচ্চ ৬০০/-
৯	বিভিন্ন জরুরী দরখাস্ত শুনানী (সময়ের দরখাস্ত ব্যতিরেকে) বাবদ	সর্বোচ্চ ৮০০/-
১০	সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাকুল্যে	সর্বোচ্চ ১,২০০/-
১১	যুক্তিতর্ক বা আপিল মামলা শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ১,২০০/-
১২	ফৌজদারী মিস মামলার দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ৮০০/-
১৩	হাজিরা দাখিল বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
১৪	আইনজীবী সহকারীর ফি বাবদ (১টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য)	সর্বোচ্চ ১,০০০/-

(৩) প্রাপ্য ফি-এর সর্বোচ্চ পরিমাণ এর সীমার মধ্যে মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী কম-বেশি করার প্রস্তাব আইন শাখা সংরক্ষণ করে যা নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য।

(৪) বিবিধঃ

(ক) উল্লেখ্য উপরোক্ত তালিকা/সারণীতে উল্লেখ নেই এরূপ পদক্ষেপ/কাজের বিল আইন শাখার সুপারিশক্রমে নির্বাহী পরিচালক অনুমোদন করবেন।

(খ) বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ চলমান কোন মামলায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের প্যানেলভূক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যতীত অন্য কোন স্বনামধন্য আইনজীবী নিযুক্ত করা আবশ্যক হলে আইন শাখার সুপারিশক্রমে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় অনুমোদন করবেন।

(গ) কোন মামলা শুনানী/যুক্তিতর্কের জন্য তারিখ নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে ঐ দিন শুনানী অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবী হাজিরা বিল প্রাপ্য হবেন। উল্লিখিত জেলা জজ আদালত/অধঃস্তন আদালত এর ফি তালিকায় বর্ণিত ৬ নম্বর ক্রমিকের শুনানী ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে শুনানী/যুক্তিতর্ক বাবদ উল্লিখিত বিল সাকুল্য বিল (Consolidated bill) হিসাবে গণ্য হবে।

(ঘ) ৬ (১) নম্বর ক্রমিকের আওতাধীন হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ এর ফি তালিকায় উল্লিখিত শুনানীর বিল দাখিলের সময় একাধিক তারিখে মামলার শুনানী হয়ে থাকলে এ সংক্রান্ত রেকর্ড/তথ্য প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

৭। প্যানেল আইনজীবীর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

প্রত্যেক প্যানেল আইনজীবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপঃ

(১) বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মামলা মোকদ্দমা দায়ের ও শুনানী সম্পন্ন করা;
(২) প্রতিটি মামলায় বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) যেকোন মামলার অগ্রগতি কিংবা তথ্যগত বিষয়াদি সময়ে সময়ে বিভাগ ও কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে;

(৪) যেকোন মামলার রায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে/বিপক্ষে বা আংশিক-পক্ষে/বিপক্ষে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবে। রায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে না হলে (আপিল রিভিশন, সিপিএলএ/সিএমপি দায়ের যোগ্য মামলার ক্ষেত্রে) উক্ত রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নকলের দরখাস্ত দিতে হবে এবং নকল ডেলিভারির জন্য প্রস্তুতের তারিখেই উত্তোলন করে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে রায়ের নকলসহ কর্তৃপক্ষের আইন শাখাকে জানাতে হবে;

(৫) এছাড়াও মামলা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজাদি/জাবেদা নকল আদালত হতে উত্তোলন ও কর্তৃপক্ষের আইন শাখাকে সরবরাহ করা।

৮। প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হতে নাম কর্তন ইত্যাদিঃ

নির্বাহী পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে আইন শাখা নিম্ন বর্ণিত যে সকল কারণে কোন প্যানেল আইনজীবীকে প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হতে নাম-কর্তন বা অব্যাহতি দিতে পারবেঃ

(ক) প্যানেল আইনজীবীর ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা গাফিলতির কারণে কোন মামলায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের ক্ষুণ্ন হলে;

(খ) প্যানেল আইনজীবীর সাথে মামলার বিরুদ্ধ পক্ষ বা মামলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক যোগাযোগ থাকলে;

(গ) প্যানেল আইনজীবী বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের কোন মামলা দায়ের, পরিচালনা কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা শুনানীর অনুষ্ঠানে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব ঘটালে;

(ঘ) প্যানেল আইনজীবীর জন্য বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মামলার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ফরম বিল সমন্বয় ইত্যাদি সময়মত দাখিলে ব্যর্থ হলে;

(ঙ) অন্যান্য উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের স্বার্থ সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে।

৯। প্যানেল আইনজীবীর বিল পরিশোধ পদ্ধতিঃ

(১) যেকোন পর্যায়ের মামলার বিল অথবা অগ্রিম/চূড়ান্ত বিলের টাকা সংশ্লিষ্ট মামলার ভলিউম ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে।

(২) প্যানেল আইনজীবীগণ মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় ফি সেতু কর্তৃপক্ষের আইনশাখা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সুস্পষ্ট দফা উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে পূরণ করে মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য ও নম্বর উল্লেখপূর্বক খাতওয়ারী বিল দাখিল করবেন। দফা ব্যতিরেকে দাখিলকৃত বিলের সংশ্লিষ্ট অংশ/টাকা প্রদেয় হবে না। উল্লেখ্য যে, মামলাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ প্রয়োজনে নির্বাহী পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে অগ্রিম বিল দাখিল করা যাবে। এক্ষেত্রে গৃহিত অগ্রিম পরবর্তী বিলে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে।

(৩) সকল প্রকার মামলা দায়ের/অংশ গ্রহণের পর বা জবাব/আপত্তি ইত্যাদি দাখিলের পর খাতওয়ারী মামলার নম্বর প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিলসহ মামলার ১ম পর্যায়ের ফি/বিলের টাকা পরিশোধযোগ্য হবে। সময়ে সময়ে দাখিলকৃত বিলসমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে পরিশোধযোগ্য। মামলা পরিচালনা বাবদ চূড়ান্ত বিল মামলা নিষ্পত্তির পর রায়ের কপিসহ দাখিল করতে হবে।

(৪) আইনশাখা প্যানেল আইনজীবীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত বিল যাচাই-বাছাই পূর্বক উক্ত বিল/সংশোধিত বিল পরিশোধের নিমিত্ত নির্বাহী পরিচালক এঁর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

১০। কার্যকারিতাঃ

কর্তৃপক্ষ যে তারিখ-কে এ নির্দেশিকা কার্যকরের তারিখ বলে ঘোষণা করবে, প্যানেল আইনজীবীগণের বিলসহ নির্দেশিকা যাবতীয় বিষয়াবলী উক্ত তারিখ হতে কার্যকর হবে। তবে এ নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপ/কাজের বিল পূর্বের হার অনুযায়ী পরিশোধিত হবে।

09/06/2023

(মো. মনজুর হোসেন)
নির্বাহী পরিচালক
ও
সভাপতি, নির্বাহী কমিটি